এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অগস্ট ২০১১

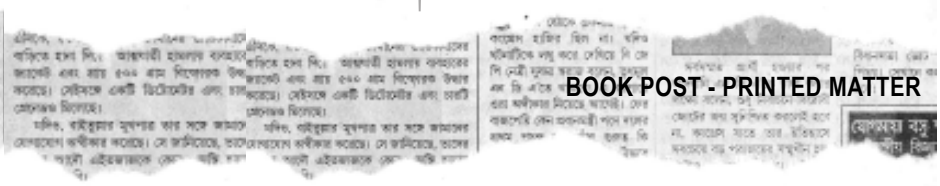

গ্রাম স্বরাজ!

১৭/৪০১

তৈরি হল 'আলগি'-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা। তৈরি হয়েছে গত ১৩ মার্চ কলকাতায়। 'আলগি' মানে অ্যাসোসিয়েশন অফ লোকাল গর্ভনেন্স অফ ইন্ডিয়া। 'আলগি' তৈরি করেছে দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স ২০০৭ সালে।

অন্য রাজ্যের মতো 'আলগি'-পশ্চিমবঙ্গেরও কাজ হবে 'স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠায় যেসব সংগঠন ও কর্ম-ব্রতী কাজ করছেন তাদের নিয়ে সমন্বয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অভিজ্ঞদের সঙ্গে ভাব বিনিময়, পঞ্চায়েত ও পুরসভার সময়মতো নির্বাচনের পক্ষে তদ্বির, ভোটারকে সচেতন করা, স্থানীয় সরকারে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে সওয়াল, জাতীয় স্তরে, গ্রাম স্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে উদ্‌যোগ ইত্যাদি।

আগ্রহীজন যোগাযোগ করতে পারেন, হতে পারেন সদস্য। কলকাতায় যোগাযোগ কেন্দ্র, লোক কল্যাণ পরিষদ, ২৮।৮ লাইব্রেরি রোড—কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে। ফোনে যোগাযোগ, স্বপন মণ্ডল ৯২৩৩২৩১২০৯।

রাজস্থানেও

১৭/৪০২

রাজস্থানের চাষিরাও জিনশস্য চাইছে না। তারা চাইছে রাজস্থান সরকার জিনশস্যের পরীক্ষার প্রস্তাবে সায় না দিক। রাজস্থানে মনস্যান্টো সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে রাজ্যে জিনশস্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইছে। চুক্তিপত্রে জিনশস্যের পরীক্ষা সহ এই শস্যের উৎপাদন ও বন্টনের কথাও আছে। রাজস্থান কিষান সেবা সমিতি মহাসঙ্ঘ ও সেন্টার ফর কমিউনিটি ইকনমিক্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কনসালট্যান্টস সোসাইটি যৌথভাবে এর প্রতিবাদে সোচ্চার।

মৃত্যুঞ্জয়!

১৭/৪০৩

পরিবেশ রক্ষায় আত্ম হুতি দিলেন স্বামী নিগমানন্দ। এই ঘটনা উত্তরাখণ্ডের। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে হিমালয়ান স্টোন ক্র্যাশার প্রাইভেট লিমিটেড নাগাড়ে পাথর ভাঙা ও নদী থেকে বালি তোলার কাজ করেছে। কাজ করতে গিয়ে পরিবেশের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। আশ্রমের স্বামী নিগমানন্দ এর প্রতিবাদে আমরণ অনশনে বসেছেন। ১৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যার অভিযোগ এসেছে। অভিযোগের সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে।

থাইল্যান্ড পারে...

১৭/৪০৪

থাইল্যান্ডের সরকার 'রাইস মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করেছে। প্ল্যানের উদ্দেশ্য, ধানকে জিন-প্রযুক্তির কবল থেকে মুক্ত রাখা। এই প্ল্যানের মেয়াদ চলতি বছর থেকে ২০১৫ অব্দি। থাইল্যান্ড ২০০৭ থেকেই ধানকে জিন-কারিগরির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়ে চলেছে।

গ্রিন না ফ্যাকাশে ?

১৭/৪০৫

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল আপাতত দিল্লিতেই বসবে। পরে কয়েকটি বড় শহরে ট্রাইবুনালের পরিধি বিস্তৃত হবে। পরিবেশনাশ আটকাতে, কোন্ গ্রামীণ নাগরিক বিপুল ব্যয় করে কীভাবে দিল্লি গিয়ে নালিশ করবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্নচিহ্ন।

কী কায়দা !

১৭/৪০৬

তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ নিউ ভ্যারাইটিজ অফ প্লান্টস। তৈরি করেছে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ নিউ ভ্যারাইটিজ অফ প্লান্টস। এই সংগঠনের কাজ বাণিজ্যমুখী বীজ উৎপাদন-উদ্যোগের সহায় হওয়া, চাষির বীজ-অধিকারকে অস্বীকার করা। ভারত এই সংগঠনের সদস্য নয়। তবে সদস্য করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ আসছে।

জলও যাবে ?

১৭/৪০৭

যোজনা আয়োগের বৈঠকে জল-সম্পদ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা উঠল। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা রচনার জন্য এই বৈঠক বসেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন জলকে নিজের কর্তৃত্বে আনার আইনে বেঁধেছে। যোজনা আয়োগও সেই পথ ধরতে চায়। বিশ্বব্যাঙ্কও গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ভারতকে সেই কথাই বলছে।

সিভিল সোসাইটি প্রথমাবধি এর বিরোধী। তাদের মতে জল জনগণের, তাই জল ব্যবহার ও বন্টনে সাধারণের সিদ্ধান্ত ও মতামত সর্বাগ্রে গুরুত্ব পাবে। এই বিরোধিতার পুরোভাগে আছে দিল্লির সেন্টার ফর ওয়াটার পলিসি।

কোথায় চাষ ?

১৭/৪০৮

অন্ধ্রপ্রদেশের অচন্তা গ্রাম একসময়ে দেশে ধান উৎপাদনে শীর্ষে ছিল। সেই অচন্তার চাষিরা এখন ধান চাষে নারাজ। চাষের খরচ বৃদ্ধি এর কারণ। চাষবাসের খরচ বহুগুণ বেড়েছে, কিন্তু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চাষি পাচ্ছে না। এর সঙ্গে অচন্তায় যোগ হয়েছে ফসল মজুত-ব্যবস্থার অভাব ও ক্রেতার অভাব।

হিম অচল !

১৭/৪০৯

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি হারে হিমালয় গরম হচ্ছে। এক সমীক্ষায় এইসব তথ্য এসেছে। 'কারেন্ট সায়েন্স' পত্রে সমীক্ষাটা বেরিয়েছে। হিমালয়ের ৬০০ থেকে ২২০০ মিটারের উচ্চতার সমীক্ষাটি হয়েছে। দেখা গেছে, ফল ও ফুল ফোটার সময়ের বদল হয়েছে। দেখা গেছে আদা-আলু-শিম-এর মতো অর্থকরী ফসলের উৎপাদন কমেছে। নাশপাতি গাছে ফল ধরছে জুলাই মাসের বদলে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। ইউপ্যাটোরিয়াম নামের আগ্রাসী আগাছা দেখা দিচ্ছে ১৮০০ মিটার উচ্চতায়, আগে যা দেখা যেত ১০০০ মিটার উচ্চতায়।

শ্যাওলার ক্ষমতা

১৭/৪১০

রাসায়নিক-নির্ভর চাষবাসে চাষ জমি থেকে জল বর্ষায় গড়িয়ে এসে নদী-জলাশয়ে পড়ছে। নদী-জলাশয়ের দূষণ হচ্ছে। ফলে নদী জলাশয়ের জীব বৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতির পেছনে নাইট্রেটের একটা ভূমিকা আছে।

জলের এই নাইট্রেট-দূষণ রোধ করতে পারে শ্যাওলা। শ্যাওলা জল শোধন করতে পারে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্র্যাডলি কার্ডিনাল এসব বলেছেন। ব্র্যাডলি বলেছেন, জলে বিভিন্ন প্রজাতির শ্যাওলা একসঙ্গে থাকলে জলের এই দূষণ দূর করা সহজ হবে।

আর্সেনিকে ফার্ন ?

১৭/৪১১

ভারতে আর্সেনিক শোষণের গুল্ম পাওয়া গেল। এই গুল্ম এক ধরনের ফার্ন। পাওয়া গেল কেরালায়। পেয়েছে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এর গবেষকরা। এই ফার্ন নাকি আর্সেনিকের পাশাপাশি ক্রোমিয়ামও দূর করতে পারবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বীজ বাঁচাও || চাষ বাঁচাও || দেশ বাঁচাও

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা এখন ভয়াবহ এক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। একদিকে খাদ্যের দাম যেমন আকাশছোঁয়া অন্যদিকে কৃষির উৎপাদন এবং চাষির আয় দুইই একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। চাষির পাশে দাঁড়াবার কাজ থেকে সরকার দূরে সরে গেছে। গোটা কৃষি-ব্যবস্থাটাকে গিলে ফেলতে চাইছে গুটিকতক একচেটিয়া বীজ ও রাসায়নিকের কারবারি বিদেশি কোম্পানি। যাদের নেতা মার্কিন বীজ ও রাসায়নিক সংস্থা মনস্যান্টো ও সিনজেন্টা। এদের পাশে আছে বায়ার, দ্যুপঁ সহ আরো অনেকে। এদের সঙ্গে জোট বেঁধে হাতমিলিয়েছে আর্চার ড্যানিয়েলস মিডল্যান্ড সহ আরো একগুচ্ছ খাদ্য তৈরি, চালান ও আধুনিক বিশাল বিশাল বাজার ব্যবসার কোম্পানিরা। এখন ভারত সরকারের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে এদের ঢালাও লাইসেন্স বিতরণ করা।

ভারত-মার্কিন কৃষিজ্ঞান চুক্তির খাল কেটে দেশের কৃষি, শিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা, দোকান-বাজার সবেতেই বিদেশিদের ডেকে আনার এই চক্রান্ত দেশের সর্বত্র থাবা বসাচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা বিদেশি বণিকদের কাছে বিকিয়ে দেবার এমন জঘন্য অথচ বিশাল কর্মকাণ্ড ১৯৪৭-এর পর এই প্রথম ঘটছে। তাই, একদিন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়েছিল যে বোধ থেকে – এখন তার পুনরুজ্জীবন ঘটানো আমাদের কাছে খুব জরুরি মনে হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে মহারাষ্ট্রের বীজ কোম্পানি মাহিকোকে মনস্যান্টো কিনে নিয়ে তার ভারতের দখলের দিকে পা বাড়ায়। ওই বছর ভারতের অগ্রণী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে মনস্যান্টো তার দফতর বসিয়ে, টাকা ছড়িয়ে, আমাদের বিজ্ঞানীদের কিনে নেওয়া শুরু করে। একই বছরের নভেম্বর মাসে প্রায় বিনা অনুমতিতে, ক্ষতিকর বিটি-তুলোর বেআইনি পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়। সুপরিচিত সমাজকর্মী বন্দনা শিবা, এর প্রতিবাদে ওই ১৯৯৮-র ই ৯-১৬ অগস্ট 'এই সপ্তাহটা' জুড়ে মনস্যান্টো ও তার সহযোগীদের ভারত ছাড়ার আওয়াজ তুলে এক জন-আন্দোলন শুরু করেন। তারপর থেকে ভারতের নানা জায়গায় প্রতিবছর এই প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে কিছুদিন যাবৎ জিএম কৃষি সহ এইসব কোম্পানির আগ্রাসনের কাজ কিন্তু গোপনে গোপনে শুরু হয়ে গেছে। তাই, গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও সময় এসেছে এই আন্দোলনকে তীব্র করে তুলবার। আসুন বিজ্ঞান ও উন্নয়নের নামে এইসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে সোচ্চার হই। যাতে জাগ্রত জনমতের চাপে এই ধরনের ষড়যন্ত্র পিছু হটতে বাধ্য হয়।

মনে রাখতে হবে, এই তথাকথিত উন্নয়নের প্রথম বলি ভারতের কৃষক সমাজ। এইসব জিএম বীজ কোম্পানিদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, ঋণের জালে ভিটেমাটি খুইয়ে ইতিমধ্যে দেশের কয়েক লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। কৃষকদের হাত থেকে আবহমানকালের বীজের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অর্থ বুঝতে তাই আমাদের এতটুকুও ভুল হয় না। আসুন লক্ষ লক্ষ নিরুপায় আত্মঘাতী কৃষকদের আমরা আজকের এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদ হিসেবে স্মরণ করি। স্মরণ করি খাদ্য আন্দোলনের শহিদদেরও।

আমাদের কৃষিকে আমরা মুনাফা শিকারি দেশি-বিদেশি হাঙর কুমিরদের হাতে ছেড়ে দেব না। জিন বদলানো শস্য দিয়ে আমাদের পরিবেশকে দুষ্ট হতে দেবনা। বাঁচিয়ে রাখব আমাদের হরেকরকম দেশীয় ফসল, সবজি ও ফলের বীজ। তারাই আমাদের প্রকৃতি। তারাই আমাদের রক্ষাকবচ। আমাদের সভ্যতা এই জল, জমি, বনাঞ্চল ও জীবজগতের সম্পদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশিরা যা রিক্ত করতে চায়। ওদের অতিকায় যন্ত্রের নাটবল্টু হয়ে নয় – আমরা আমাদের মতো করেই বাঁচতে চাই। বাঁচাতে চাই আমাদের স্বাধীনতা। প্রযুক্তি হোক এমন, যা আমরা নিজেরা গড়তে পারি, বদলাতে পারি, সামলাতে পারি। কৃষি-প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকুক বহুজাতিক কোম্পানি নয়, প্রযুক্তিবিদ নয়, কৃষিজীবীদেরই হাতে। কৃষিকে বাস্তুতান্ত্রিক, সবল, সরল ও নিবিড় করেই আমরা কৃষকদের আয় যেমন বাড়াতে পারি, তেমনি রক্ষা করতে পারি আমাদের পরিবেশ। অথচ, কৃষিতে যে জিন-প্রযুক্তি এখন জোর করে চাপাবার চেষ্টা চলছে তা এর ঠিক উল্টো রাস্তায় চলেছে। তারা কৃষকের হাত থেকে বীজসহ সবকটি অধিকার একে একে কেড়ে নিতে উদ্যত।

ঝকঝকে দোকান ও পণ্য দিয়ে এই বিদেশি কোম্পানিরা একদিকে আমাদের ধনীদের দোহন করছে আর বলছে, সেটাই দেশের উন্নতি আর অন্যদিকে দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ওরা কব্জা করে নিচ্ছে। গরিব প্রান্তিক মানুষ উচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, যা আসলে ওদের গরিব-সাফাই কর্মসূচি। আপনিই বলুন, এসব কী আমরা মেনে নেব?

এই প্রতিবাদ তাই জিন বদলানো শস্য চাষের বিরোধিতা থেকে শুরু হলেও এর মধ্যে রয়েছে আমাদের গোটা দেশের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। রয়েছে স্বাধীনতার প্রশ্ন। আপনারা ভাবুন, আলোচনা করুন, সংঘবদ্ধ হোন এবং গড়ে তুলুন এমন এক প্রতিরোধের দেয়াল যা লোভী বিদেশি কোম্পানি চক্রের হাত থেকে কৃষিসহ আমাদের শিক্ষা, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশ ও কৃষ্টি সবকটিকেই রক্ষা করতে পারবে। ■■

সূত্র : বীজ বাঁচাও, চাষ বাঁচাও, দেশ বাঁচাও

তেজস্ক্রিয় চা

১৭/৪১২

চা পাতায় তেজস্ক্রিয়তা। এই ঘটনা জাপানের। তেজস্ক্রিয়তার কারণ ধ্বস্ত ফুকুশিমা। চা বাগান ফুকুশিমা থেকে ৩৫৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানে কিলো প্রতি পাতায় তেজস্ক্রিয় সেসিয়াম পাওয়া গেছে ৬৭৯ বেকারেল। যেখান নিরাপদ মাত্রা ৫০০ বেকারেল। অতএব চা ব্যবসা দোলাচলে। এমন কি চা-পাতা বোঝাই গাড়ি পাঠানোও মাঝপথে বন্ধ।

যায়ফল...

১৭/৪১৩

ভারতের মশলায় দূষণ। দূষক অ্যাফ্রাটক্সিন। জায়ফল ও জয়িত্রিতে এই দূষণ। এই দুটো ফল হয় কেরালা ও মহারাষ্ট্রে। ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জাপানে এই ফল রফতানি করে। ভেজা ফল শুকোতে গিয়েই নাকি এসব হয়েছে।

কেমন আছে রাজধানী

১৭/৪১৪

দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য দফতর হলুদ, গোলমরিচ ও মুসুর ডালে ভেজাল পেয়েছে। হলুদে পেয়েছে অ্যানালাইন ডাই, মেটানিল ইয়োলো ও ট্যাপিওকা স্টার্চ। এর মধ্যে প্রথম দুটোর জন্য ক্যান্সার ও তৃতীয়টার জন্য পাকস্থলীতে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। গোলমরিচে পাওয়া পেঁপে বিচিতেও পাকস্থলী ও যকৃতের অসুখের উপসর্গ দেখা দিতে পারে আর ডালে মেশানো কেশরি ডাল থেকে হতে পারে ক্যান্সার।

সম্পাদকের উদ্দেশে

॥ মাননীয়েষু ॥

আপনাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ বহুদিনের। আপনারা আমাদের সংবাদ প্রকাশ করেন, পত্রিকা বিনিময় হয়। এভাবেই বহুদিনের পারস্পরিক এক চিন্তার সংহতি গড়ে উঠেছে। বিষয়ী-অঙ্ক যে পরিসরে কখনোই প্রশ্রয় পায় নি।

এই সখ্যর সুবাদেই সঙ্গে প্রেরিত আমাদের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি (বক্স চিহ্নিত অংশ) আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

শুভেচ্ছাসহ

সুব্রত কুন্ডু

সম্পাদক || জুলাই ২০১১

বই কল্প

বইকল্প

বিকল্প উন্নয়ন চিন্তা নিয়ে বই, পত্রিকা, সিডি, সিনেমা, পোস্টারের দোকান কলকাতার ঢাকুরিয়ায়। কৃষি, পরিবেশ, সমাজচিন্তা, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, নারীবিশ্ব, পল্লিচর্চা, মুক্তশিক্ষা ঘিরে নানা নামী প্রকাশনার বাংলা - ইংরেজি বই ও লিটল ম্যাগাজিন সম্ভার।

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪ ।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, দূরভাষ | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু